আমাদের সময়

তারিখ ... 25 JUL 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ২ ...

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হচ্ছে ডিজিটাল মনিটরিং

এম এইচ রবিন ●

প্রাতিষ্ঠানিক অনিয়ম-দুর্নীতি দূর করে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল মনিটরিং পদ্ধতি চালু করতে যাচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কোন শিক্ষক কেমন পড়াচ্ছেন বা কোন প্রতিষ্ঠান ছাত্রছাত্রীদের প্রতি কেমন যত্নবান তা পর্যবেক্ষণেই এ মনিটরিং। শিক্ষার্থীরা কেন কোচিং-প্রাইভেটে ঝুঁকছে তাও বের হয়ে আসবে এর মাধ্যমে। একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানাগারে কেমন কাজ হয় কিংবা ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মতো সহশিক্ষা কার্যক্রম আদৌ চর্চা হয় কি না তাও দেখা হবে। শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিতে প্রতিষ্ঠানপ্রধান বা ব্যবস্থাপনা কমিটির ভূমিকা, অভিভাবকের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কসহ ১১৪টি বিষয়ে মনিটরিং করা হবে এ ব্যবস্থায়। সবকিছুই মনিটরিং করা হবে অনলাইনের মাধ্যমে। এজন্য প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ডায়নামিক ওয়েবসাইট থাকা বাধ্যতামূলক করেছে মন্ত্রণালয়।

সারা দেশে এমপিওভুক্ত ৩০ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। বর্তমান মনিটরিং পদ্ধতিতে সীমিত জনবলে বছরে দেড় হাজারের বেশি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন সম্ভব হয় না। এমনও দেখা গেছে পরিদর্শন টিম একটি প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার সুযোগ হয় ৫ বছর পর। এতে প্রতিষ্ঠানগুলোর একাডেমিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা সরকারের নজরদারির বাইরে থেকে যাচ্ছে। তবে প্রস্তাবিত ডিজিটাল মনিটরিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা গেলে সব প্রতিষ্ঠানই নিয়মিত পরিদর্শন ও নিরীক্ষা করা সম্ভব হবে। এতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর একাডেমিক, প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষে কার্যক্রম পরিচালনা করবে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর (ডিআইএ)। এই সংস্থার পরিচালক অধ্যাপক মফিজউদ্দিন আহমদ ভূঁইয়া আমাদের সময়কে বলেন,

এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৬

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হচ্ছে ডিজিটাল মনিটরিং

(শেষ পৃষ্ঠার পর) 'স্বমূল্যায়ন' ও 'সমজাতীয় পরিদর্শন'– এ দুই পদ্ধতির আড়ালে মূলত আমরা দৈনিক ভিত্তিতে দেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করব। এর মাধ্যমে স্কুলগুলোর একাডেমিক ও আর্থিক চিত্র, বিশেষ করে অনিয়ম-দুর্নীতির তথ্য বেরিয়ে আসবে। নতুন এ পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে প্রস্তুতিমূলক কাজ শেষ পর্যায়ে আছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, এ পদ্ধতি প্রবর্তনে ওয়েবসাইট নির্মাণ, সফটওয়্যার তৈরি, সার্ভার ও অন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়সহ মোট ১০ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। ডিজিটাল মনিটরিং পদ্ধতির বিষয়ে রাজধানীর জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) মিলনায়তনে এক কর্মশালায় শিক্ষা সচিব নজরুল ইসলাম খান জানান, নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে ও নির্ধারিত ফরমে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানপ্রধানকে মন্ত্রণালয়ের কাঙ্ক্ষিত তথ্য দৈনিক 'আপলোড' করতে হবে। এ ছাড়া একটি প্রতিষ্ঠান বছরে একবার পার্শ্ববর্তী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবে। এ পদ্ধতির নাম দেওয়া হয়েছে 'পিয়ার ইন্সপেকশন' (সমজাতীয় পরিদর্শন)। প্রাথমিকভাবে এমপিও সুবিধাপ্রাপ্ত প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সাড়ে ৫ লাখ শিক্ষক-কর্মচারী এ নজরদারির আওতায় আসবে।

ডিআইএ সূত্র জানায়, 'স্বমূল্যায়ন' ও 'সমজাতীয় পরিদর্শন'– এ দুই পদ্ধতি পরিদর্শনের জন্য সরকার ১৪টি বিষয়ের ফরম তৈরি করেছে। এতে মোট ১১৪ ধরনের প্রশ্ন আছে। এসব তথ্য সংগ্রহ, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে পরবর্তী সময়ে মন্ত্রণালয় করণীয় নির্ধারণ করবে। বিশেষ করে অনিয়ম-দুর্নীতি বেরিয়ে এলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ডিআইএ চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানে তদন্ত করবে।

নজরদারির ১৪টি বিষয় হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক, শিক্ষকের পেশাদারিত্ব-শ্রেণি পাঠদান, প্রতিষ্ঠানপ্রধানের একাডেমিক কার্যক্রম মূল্যায়ন, শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব মূল্যায়ন, ক্লাস রুটিন পর্যালোচনা, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সমাবেশ, শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ, শিক্ষার্থীর আসনব্যবস্থা, মিলনায়তন, পাঠাগার, বিজ্ঞানাগার, কম্পিউটার ল্যাব, ল্যাংগুয়েজ ল্যাব, সহশিক্ষা কার্যক্রম ও অভিভাবক-শিক্ষক সম্পর্ক।

ডিআইএ পরিচালক বলেন, আমাদের পরিকল্পনা হচ্ছে– 'স্বমূল্যায়ন' ব্যবস্থায়: নির্দিষ্ট কিছু তথ্য দৈনিক ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে। পিয়ার-রিভিউ হবে বছরে একবার। নিম্ন মাধ্যমিক,বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও দাখিল মাদ্রাসা বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ২০ জানুয়ারির মধ্যে পরিদর্শন করতে হবে। এরপর ১০ কার্যদিবসের মধ্যে সে তথ্য অনলাইনে আপলোড করতে হবে। আর কলেজ পর্যায়ের পরিদর্শন ১ জুলাই থেকে ২০ জুলাইয়ের মধ্যে শেষ করে তা ১০ কার্যদিবসের মধ্যে অনলাইনে আপলোড করতে হবে। এ তথ্য শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিব, সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, বোর্ড চেয়ারম্যান, ডিআইএর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা দেখতে পাবেন। তিনি বলেন, এ পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত, শিক্ষণ ও শিখন (টিচিং-লার্নিং) পদ্ধতির উন্নয়ন হবে। আমরা জানতে পারব, কোথায় কোন বিষয়ের শিক্ষক ক্লাসে ঠিকমতো পাঠদান করছেন-না। ফলে শিক্ষার্থীরা কোচিং-প্রাইভেটে ঝুঁকছে। এ পদ্ধতির কারণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার সঙ্গেও শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা যুক্ত হবে। আর এর মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সব ধরনের অনিয়ম রোধ করা যাবে।